তারিখ ..03 OCT 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক খবর

12

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ ও পরবর্তীতে 'কর্তৃপক্ষের নির্দেশে' নিয়োগ প্রত্যাহার বিষয়টি এখন শিক্ষক মহলে একটি আলোচিত বিষয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর দৈনিক খবরে প্রকাশিত এতদ্বিষয়ক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ২৭শে সেপ্টেম্বর 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের' এ বিষয়ের উপর বক্তব্যে বস্তুতঃ সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তীতে বিভাগীয় সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটির সভা ও তার সুপারিশ উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 'নজিরবিহীন' ঘটনাকে বিধিসিদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, তা আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে বৈধ করে না।

যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ ও এর সংবিধিসমূহ সম্পর্কে অবহিত তাঁরা জানেন যে, বিভাগীয় সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটি একটি রিকম্যান্ডারি বডি, যার সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জন্য মেনে চলা সকল ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। অপরপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ এবং ১ম সংবিধি অনুযায়ী নির্বাচনী কমিটি এমন একটি কমিটি, যার সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী কমিটি সিন্ডিকেট গ্রহণ করলে তা কার্যকরীকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে সিন্ডিকেট যদি নির্বাচনী কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাহলে নির্বাচন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য বিষয়টি চ্যান্সেলরের কাছে প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক। নির্বাচনী কমিটির সুপারিশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করার বা তার সাথে কোন শর্ত সংযুক্ত করার কোন এখতিয়ার সিন্ডিকেটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ এবং কোন সংবিধি প্রদান করেনি।

তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদে নিয়োগের বিষয়ে 'সিন্ডিকেট সিলেকশন কমিটির সুপারিশ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় বলে বর্ণিত যুক্তির প্রেক্ষিতে যে বক্তব্য প্রদান করেছে, তা আইনের চোখে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ ও তার প্রথম সংবিধির সংশ্লিষ্ট আইন লংঘন করেছে এবং চ্যান্সেলরের বৈধ এখতিয়ারকে খর্ব করেছে।

জনৈক সচেতন শিক্ষক